भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

Copyright
Reproduction is permitted provided the source is acknowledged.

Disclaimer
Financial education initiatives of the Reserve Bank of India are for providing general information and guidance to the common person. Users of this information may exercise their own care and judgement while using the information provided here.

November 2007

धनकुमार

एवं टाकाकड़ि-संक्रान्त नियम-नीति

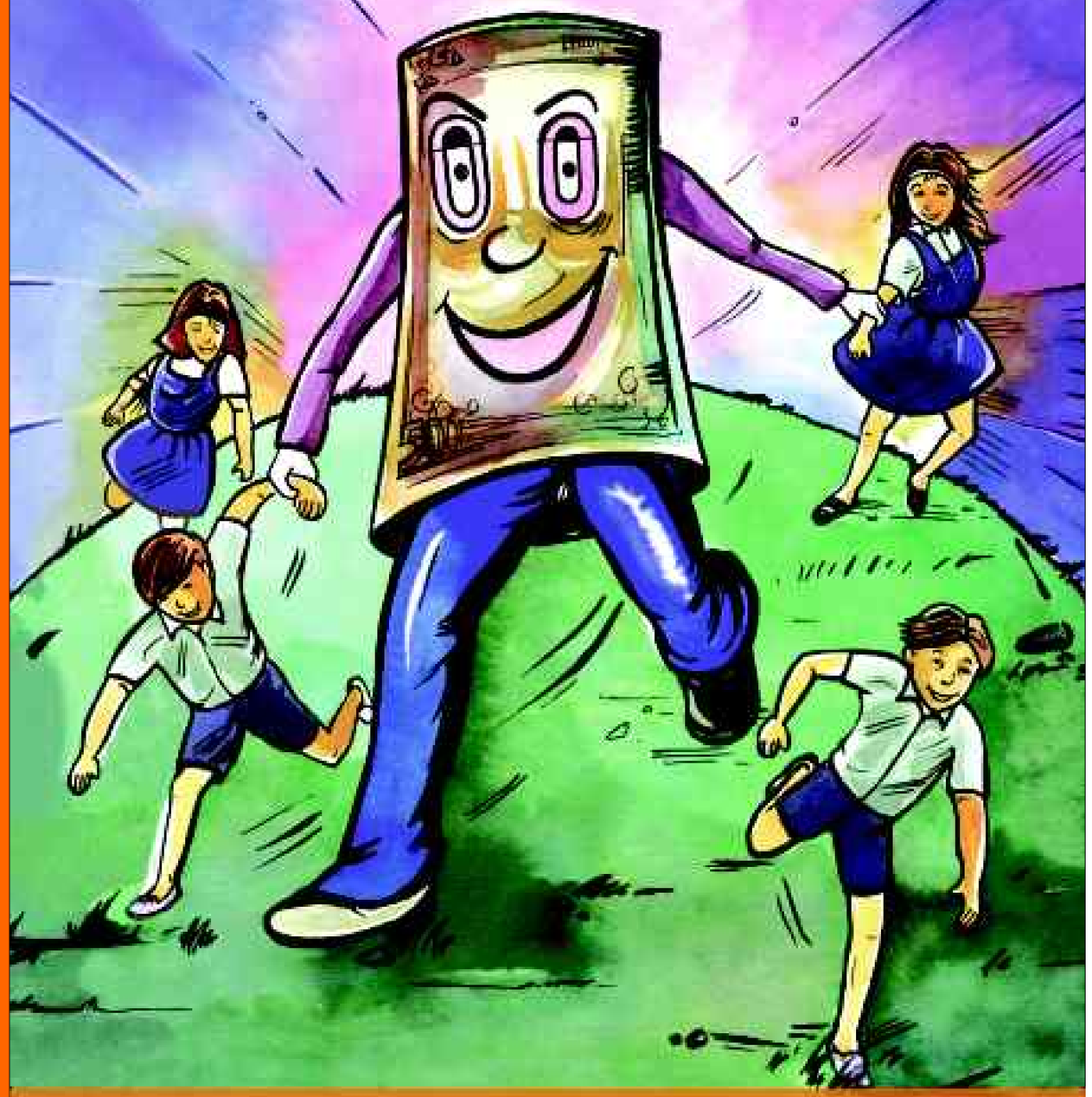

अर्थनैतिक शिक्षामूलक रचना-विचित्रा

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

আপনারা যাকে আর বি আই বলে জানেন।

আমি একটা দারুণ কাজ পেয়েছি। কিন্তু আমি ঠিক কি করি সে সম্বন্ধে লোকজন বেশী জানেন না। অধিকাংশই ভাবেন আর বি আই একটা সরকারি সংস্থা, তাই তাঁদের কিছুই করণীয় নেই। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আর বি আই'তে আমার করা প্রতিটি বিষয়ের সমগ্র দেশের ওপর একটা প্রভাব আছে। দরিদ্রতম চাষীভাই থেকে অতি বিত্তবান ব্যবসাদার পর্যন্ত। একটা ভুল পদক্ষেপের ফলে ঘটে যেতে পারে মারাত্মক পরিণতি এবং এই কারণে আমাদের রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট আর্থিক নীতি! আপনি হয়তো অনুমান করতে পারছেন যে অনেক দায়িত্বযুক্ত এটা একটা অতন্ত কৌতুহলজনক কাজ। আপনি আরও বেশী জানতে চাইলে, আরাম করে বসে, এটা পড়ুন আর উপভোগ করুন।

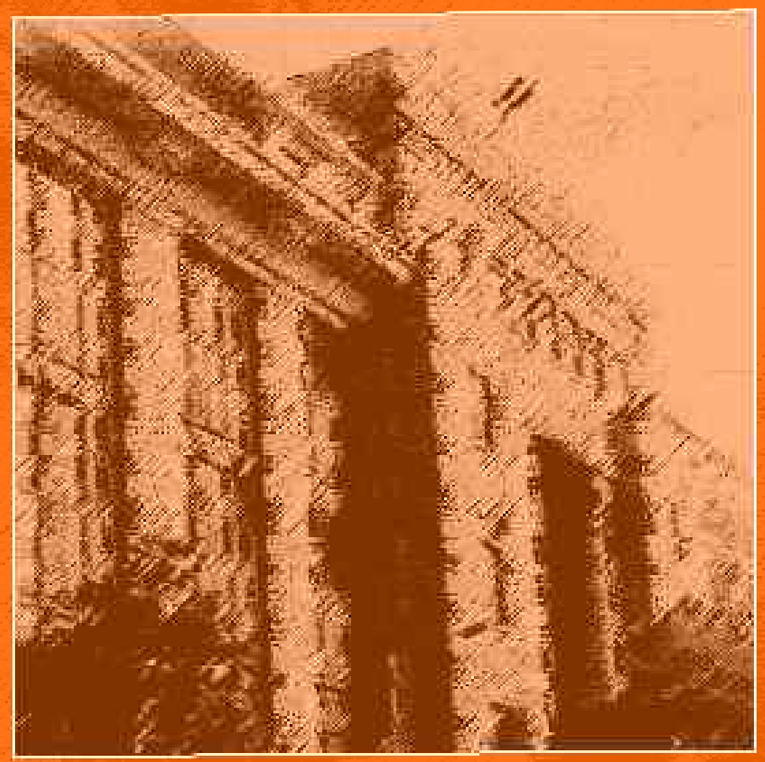

আরবিআই প্রকৃত-তথ্য!

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া 1935 সালের 1 এপ্রিল স্থাপিত হয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, 1934 মোতাবেক। শুরুতে কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় ছিল কোলকাতাতে, কিন্তু পাকাপাকিভাবে মুম্বইতে চলে আসে 1937 সালে। আসলে বেসরকারি মালিকানা থাকলেও, 1949 সালে জাতীয়করণের সময় থেকে এই সংস্থা সম্পূর্ণরূপে ভারত সরকারের মালিকানাধীন।

ক্লাসের মধ্যে বসে শিক্ষার্থীরা বিরক্ত।
অর্থনীতি
• আর্থিক নীতি
• দামের ওঠানামা
• এফইএমএ
• অর্থনৈতিক স্থায়ীত্ব
এসো, এসো ধনকুমার। তোমাকে স্বাগত জানাই। তোমাদেরও জানাই আমার শুভেচ্ছা!
আজ তোমাদের একটা চমক দেব।
দ্যাখো, ধনকুমার, আমার ক্লাসে আর্থিক নীতি বোঝানোর জন্যে তোমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছি।
আমি তাদের আর্থিক নীতির 3টি মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছি - মুদ্রাস্ফীতি- নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বকে উৎসাহিত করা।
এই-সব অতি জটিল। কেন আমাদের প্রত্যেকের জন্যে যথেষ্ট টাকা থাকতে পারে না যাতে সকলেই সুখে থাকবে!
কেন নয়?
তোমাদের সমস্যা কী?
আরে না! উপায় নিই!
ঠিক আছে! ঠিক আছে! তাহলে তোমরা কী মনে করো যে যথেষ্ট টাকা থাকলে, সব ঠিকঠাক থাকবে?

...চলো এবার ক্লাসের কাজে যাওয়া যাক!
সে চারপাশে হাত ঘোরালো আর তারা পৌঁছলো সম্পূর্ণ এক নতুন জগতে!
GAME
THEATER
SREAME
স্বাগতম সেই জগতে, যেখানে সর্বত্র টাকা। যত ইচ্ছে চাও তুমি নাও আর এটা দিয়ে যা খুশী তাই করো। এবার আমাকে বলো, তোমাদের কত টাকা প্রয়োজন?
500 টাকা! আমাদের যা ইচ্ছে, তার সব কিছুই কিনবো আমরা!
Done!
তাহলে তা-ই হোক! শিক্ষার্থীরা তাদের টাকা নিয়ে মজা করে।
VIDEOGA

বাচ্চারা খেলার জন্যে লাইনে দাঁড়িয়েছে। 100 টাকায় একটা খেলা, এটা এমন কিছু ব্যয়সাপেক্ষ নয়।

GAMES

100 টাকা

কিন্তু ধীরে ধীরে, আরও অনেক বাচ্চা লাইনে সামিল হলো।

চাহিদা যত বাড়লো, দামও তত বাড়তে লাগলো।

150 টাকা

200 টাকা

300 টাকা

কেউ কেউ হয়ত তখনও এটা চালাতে পারে। কিন্তু অধিকাংশই আর পারছে না।

তাহলে টাকা থাকার মানে কী, যেখানে আমরা ইচ্ছে মতো কাজ করতে পারি না ?

হ্যাঁ, কেন তারা বেশী ক'রে সন্তুষ্ট করতে পারে না... যাতে আমরা সকলেই খেলতে পারি ?

কিন্তু স্থান-পরিসরের ব্যাপারে কী হবে ? আমাদের সকলের দাঁড়ানোর মতো জায়গাই যখন নেই এই ঘরটিতে তখন আরও বেশী সন্তুষ্টির সুযোগ কোথায় ?

ধনকুমার!!!

ধনকুমার!!!

ধনকুমার!!!

টাকার ভার থাকা সত্ত্বেও এটা কেন হয় যে, আমরা যা চাই, তাই হাতের মুঠোয় আনতে পারি না ? কেন সেখানে যথেষ্ট জিনিস পাওয়া যায় না ?

সেটাই চকিতে আর্বিভাব ঘটে ধনকুমারের।

ঘটে যখন প্রচুর টাকা আছে কিন্তু জিনিষ অতি কম। এটাকেই বলে মুদ্রাস্ফীতি।

মুদ্রাস্ফীতি ?

যখন অনেক বেশী টাকা সামান্য কয়েকটি জিনিসের পিছু নেয়, তখন সেইসব জিনিসের দাম বাড়ে। সেটাই মুদ্রাস্ফীতি। যদিও এটা কমবেশি আঘাত করে সকলকেই, তবে দরিদ্রশ্রেণীকে আঘাত করে সবচেয়ে বেশী।

সেটা কী ?

কেননা দরিদ্র মানুষরা সুরক্ষিত নন। তাঁরা হলেন 'দিন আনি দিন খাই' মানুষ, তাই তারা বর্ষার দিনের জন্যে সঞ্চয় করতে পারেন না। কেন এমন হয় ?

এব্যাপারে আপনি কিছু করতে পারেন না ?

অবশ্যই আমি পারি এসো, আমি কিছু দেখাই।

তিনি আর বি আই প্রধান কার্যালয়ে তাঁর কন্ট্রোলরুমে ওদের নিয়ে গেলেন।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

এই হলো আর বি আই তে আমরা যা করি।

এবার তিনি সুদের হারের বোতামটিতে চাপ দিয়ে ঊর্ধ্বমুখী করলেন.....

INTEREST RATE

এটা জনসাধারণের হাতের অর্থ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মূল্যের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে পারে। নয়ত ব্যাঙ্কগুলোকে বাড়তি টাকা সরবরাহ বা সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে এই ধরণের অর্থ-নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

এই পদ্ধতি টাকার বাড়াতে বা কমাতেও পারে। অর্থাৎ যা হলো সুদের হার, যা খরচের জন্যে জনসাধারণের কাছে লভ্য অর্থের নিয়ন্ত্রণ করে।

... স্ক্রীন দেখালো ব্যাঙ্কগুলো থেকে বাজারে টাকার প্রবাহ ধীরে কমার সঙ্গে টাকা অধিক ব্যয়সাপেক্ষে পরিণত হচ্ছে এবং জনসাধারণ ব্যাঙ্কগুলো থেকে ধার নেওয়া কমাচ্ছে।

এরপর তিনি অপর স্লাইডারটাও সুবিন্যস্ত করলেন, যাতে বাজার থেকে প্রাপ্ত বাড়তি টাকা তাঁর মেশিন ফেরৎ টেনে নেয়।

LIQUIDITY

এখনো কী এটা খুব জটিল লাগছে ?

না ধনকুমার।
এখন আমরা বুঝেছি মূল্যের স্থায়িত্ব।

এবার স্ক্রীন দেখালো ভিডিও-গেম পার্লার। ভিডিও গেমের সন্তুষ্টি রেখা ধীরে ধীরে কমে আসছে আর সেই সঙ্গে কমছে দামও।

GAMES

100 টাকা

আর বি আই মূল্যবৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে পারে না। কিন্তু এটা সুনিশ্চিত করতে পারে বাজারদর যেন দ্রুতভাবে ওঠানামা না করে। এইভাবে জনসাধারণ তাঁদের ভবিষ্যতের দিকে নজর দিয়ে তাঁদের আর্থিক অবস্থার পুনর্বিন্যাস ঘটাতেপারেন এবং পর্যাপ্ত সঞ্চয়ের ব্যাবস্থা করতে পারেন।

আবার ক্লাসরুমে

তাহলে, অপর্যাপ্ত টাকা দিয়ে তুমি কী পেলে ?

অপর্যাপ্ত ঝঞ্ঝাট !!!

... আর সকলে হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করলো !!!

তাহলে তোমরা বুঝেছ মূল্যের স্থায়িত্ব ?

হ্যাঁ ! আর মূল্যের স্থায়িত্ব থাকলে এটাও নিশ্চিত যে দেশের উন্নতিতে থাকবে সুস্থির গতিশীলতা।

সুস্থির গতিশীলতা ? কেন ? তোমার কী সমস্যা যদি ভারত খুব দ্রুত উন্নত হয় ?

আমার কোনও সমস্যা নেই। তবে উন্নতি সুস্থির না হলে, এর মারাত্মক ফল হতে পারে।

সেটা কী ভাবে ?

তুমি দেখতে চাও... ?

তিনি হাত ঘোরালেন আর তারা এক নতুন জগতে পৌঁছালো।

এই জগতে ঢোকো, যেখানে তুমি হবে অধিকর্তা। কোনও অসুবিধা ঘটলে আমাকে ডেকো।

আর বি আই-এর কন্ট্রোল রুমে।

এসো অধিক উন্নতিকে উৎসাহ দিই। সব কোম্পানীকে উৎপাদন বাড়াতে এবং সকল লোকজনের আয় বাড়াতে বলি।

তারা একটা বোতাম টিপতেই স্ক্রীনে দেখা গেলো কর্পোরেট প্রধানদের মুখ।

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়বর্গ, আপনার সকলে মনযোগ দিন। আমরা দেশের উন্নতি ঘটাতে চাই।

সুতরাং অনুগ্রহ ক'রে আপনারা উৎপাদন বাড়াতে চেষ্টা করুন।

যতগুলো সংস্থান-থাকে তা সবই আপনার নিয়ে যান

তাঁদের নির্দেশাবলী অনুযায়ী, নিজেদের ইচ্ছে মতো যত বেশী সম্ভব সংস্থানের বাক্স কর্মীগণ নিয়ে যান।

অধিকতর সংস্থান সহযোগে, কারখানাগুলো প্রচুর পরিমাণ জিনিস উৎপন্ন করে।

দোকানগুলো জিনিসে ভর্ত্তি এবং সেগুলো কিনতে জনসাধারণের হাতে রয়েছে প্রচুর টাকা।

আকাশ-ছোঁয়া বৃদ্ধি !
উচ্চ কর্মসংস্থানের হার !

শিক্ষার্থীরা তাদের সাফল্য উদ্‌যাপন করার সময়...

...বিপদ সংকেত ধ্বনি তাদের ব্যাঘাত ঘটালো।
তারা মূল স্ক্রীনে ফিরে দেখলো এটা কি !

সংস্থান-মাত্রা একটা নির্দিষ্ট স্থরে পৌঁছালেও, উৎপাদন-
মাত্রা একটা নির্দিষ্ট স্তরের পর আর বাড়লো না।

অধিক কর্মসংস্থান ঘটেছে মানে অধিক খরচ করা।
আর উচ্চতর চাহিদার ফলে ঘটেছে মুদ্রাস্ফীতি।
এখন, জনসাধারণ এমনকি ব্যাগভর্তি টাকা থাকা
সত্ত্বেও জিনিস কিনতে পারেন না।

ধনকুমার চিন্তিত হতে শুরু করলো... কিন্তু সে
অপেক্ষায় রইলো, যদি শিক্ষার্থীরা তাকে ডাকে।

যেহেতু জিনিস বিক্রী হচ্ছে না, তাই কারখানাগুলো তাদের
উৎপাদন কমালো এবং কর্মীদের কর্মচ্যুত করতে শুরু করলো।

অধিকতর বেকারি মানে কম থেকে আরও কম বিক্রিও বটে।

...কারখানাগুলো বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

অর্থ-ব্যবস্থা একটা মন্দ দশায় প্রবেশ করে,
যেখান থেকে পুনরুদ্ধার ঘটতে দীর্ঘ সময় নেবে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে !

ব্যাপারগুলো মন্দ থেকে মন্দতর হওয়ার পথে। জনসাধারণ,
যাঁরা জিনিসপত্র কিনতে পারেন না, তাঁরা এখন দাঙ্গা ও লুট করছেন।

শিক্ষার্থীরা স্থির করলো তারা ধনকুমারকে অবশ্যই ডাকবে।

বৃদ্ধি কম থেকে আরও কমে।

উচ্চ বেকারি!!!

ধনকুমার!!!

আমি নিশ্চিত তুমি এব্যাপারে কিছু করতে পারো।

রে, রে, রে... দেখ ঠিক যেন তোমরা অসুবিধার বিপুল ভার সৃষ্টি করেছো।

আমি শঙ্কিত, আমি দ্রুত বিষয়গুলো ঠিকঠাক করতে পারবো না। এর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অর্থ-ব্যবস্থার জন্যে কিছু সময় এটা নেবে। কিন্তু ইতোমধ্যে যে ক্ষতি এটা করবে.... হে ভগবান এটা বাস্তব জগৎ নয়!!!

চলো বাস্তব জগতে ফিরে যাই, যেখানে আর বি আই সবকিছুর ওপর কড়া নজর রাখে!

তাই ধনকুমার তাদের বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনলেন।

দেখো, আর বি আই'তে আমরা অনেক কিছু করি। তোমরা হয়ত সরাসরি আমাদের সঙ্গে লেনদেন করো না। কিন্তু আমরা সর্বদা তোমাদের সঙ্গে লেনদেন করি। সর্বদা

আমাদের নীতিগুলো তোমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। যদিও সাধারণভাবে এটা বোঝেন না জনসাধারণও। আমি আশা করি যে এখন তোমরা আর বি আই-এর ভূমিকার প্রশংসা করবে।

এখন আমি ব্যাখ্যা করবো আর্থিক নীতির তৃতীয় স্তম্ভ – আর্থিক স্থায়িত্ব ।

কিন্তু সেটা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় । আমি নিশ্চিত যে এটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় ।

ধনকুমার, কেন আপনি ব্যাখ্যা করতে পারেন না ?

ভুঁ... তাহলে তোমরা পিকনিককে যেতে চাও, তাই নয় কী ?

ঠিক আছে... তোমরা পিকনিকে যাও আর আমাকেও ছুটি নিতে দাও

দারুণ !

হ্যাঁ !

আরে অবশ্যই ! এসো এবার দেখি তোমাদের ছুটির অবকাশে থাকার জগৎ ।

ধনকুমার তাদের দিলো এক ব্যাগভর্ত্তি টাকা আর তাদের পাঠালো অন্য এক জগতে ।

রাহুল, টিনা এবং অরুণ ব্যাগভর্ত্তি টাকা নিয়ে তাদের স্বপ্নের জগতে মহাখুশী !

এটা খুব ভারী । আমি ভাবছি এটা ব্যাঙ্কে রেখে যাই ।

তাই টিনা তার টাকা একটা ব্যাঙ্ক জমা দেয় ।

ইতোমধ্যে, রাহুলের চোখে পড়ল একটা সুন্দর মোপেড ।

সে এটা কিনতে চায়, কিন্তু টাকা কম ।

তাই সে ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ ।

একটা মোপেডের জন্যে আমি কিছু টাকা ধার নিতে চাই ।

এই নাও ! সুদসহ এটা ফেরৎ দিও ।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার টিনার টাকা দেন রাহুলকে.....

সে মোপেড কিনতে টাকাটা ব্যবহার করে।

এক সপ্তাহ পরে...

আরে ! দারুণ মোপেড রাহুল !

হ্যাঁ ! তোমারও এরকম একটা কেনা উচিৎ ।

তাই টিনা তার টাকার জন্য ফিরে আসে ।

আমি আমার টাকা তুলে নিতে চাই ।

কিন্তু আমি তো তোমার টাকা অন্যকে দিয়েছি । আমার কাছে কোনও টাকা নেই...

টিনা আশাহত !

..... আর ধনকুমার, যিনি সাধারণতঃ আমাদের টাকা না থাকার ক্ষেত্রে টাকা জোগান, তিনি ছুটিতে ।

আর সে একাই নয়...

আমি আমার সারাজীবনের সঞ্চয় এই ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি । এখন আমি আমার টাকা ফেরৎ পাচ্ছি না ।

এখন কীভাবে আমি সন্তানদের শিক্ষিত করবো ?

আমি আমার সঞ্চয় ফেরৎ না পেলে, কীভাবে স্ত্রীর অপারেশন করাবো ?

ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের দেওয়া ঋণ আদায়ে ব্যাঙ্ক ব্যর্থ ।

টিনা অসহায় বোধ করে ।

টাকা জমা দিতে আসা লোকজন নিরাশ ।

কেন আমি আমার টাকা এখানে রাখবো ? আমারও লোকসান হতে পারে !

ইতোমধ্যে...

আরে অরুণ, তোমারও তো একটা কেনা উচিত ।

বাহ্ ! দারুন মোপেড !

অরুণ ঋণের জন্যে আরেকটা ব্যাঙ্কে গেলো ।

একটা মোপেড কিনতে কিছু টাকা আমি ধার নিতে চাই !

আমি দুঃখিত ! আমাদের টাকা নেই । আমার প্রত্যাশিত টাকা আমার বস ফেরৎ দেননি । আর ধনকুমার ছুটিতে, যিনি এমন পরিস্থিতিতে আমাকে সাহায্য করেন ।

মনে হচ্ছে, আমার ছুটিতে থাকার সময়ে দারুণ সব গণ্ডগোল ঘটেছে নিশ্চয়, আমি বুঝতে পারছি ।

ধনকুমার, আমি বুঝছি না কি ঘটছে । ব্যাঙ্কগুলোতে কী ঘটেছে ? এব্যাপারে তোমার কী কিছু করার নেই ?

Sure, I can!

তিনি ওদেরকে কন্ট্রোল রুমে নিয়ে গেলেন ।

তিনি ''মূলধন'' নামে একটা বোতাম টিপতেই আরবিআই থেকে ব্যাঙ্কগুলোতে টাকা প্রবাহিত হতে লাগলো ।

RBI BANK

BANK

এবং অরুণই একমাত্র ব্যক্তি নয়, যে কোনও ধার পায়নি ।

BANK

কীভাবে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেবো ?

একটা বাড়ী কিনতে আমার টাকার দরকার । এখন আমি কীভাবে এটা কিনবো ?

অরুণ আশাহত ।

তারপর তিনি কয়েকটা জরুরি ফোন করলেন ।

?

?

?

অনুগ্রহ ক'রে... ঝুঁকি নিরূপণ.... ...প্রুডেন্সিয়াল নিয়ম... পুঁজি প্রাচুর্য্য.....কার্য্যসম্পাদন না করা ঋণ আদায়ের ওপর কাজ করুন...

একমাত্র ধনকুমার এটার সমাধান করতে পারেন ।

ধনকুমার ! ! !

তুমুল ঝামেলার মধ্যে রাহুল, টিনা এবং অরুণ একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয় ।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার চুক্তিতে সম্মতি দেন ।

আর ধীরে-ধীরে, ব্যাঙ্কগুলো পুনরায় স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠতে শুরু করে ।

BANK OF

গ্রাহকগণ ব্যাঙ্কগুলোতে ভিড় জমান । কেউ টাকা জমা দেন । অন্যরা ধার নেন ।

জমা বিমা

BANK

এরপর ধনকুমার একটা বিশাল সুরক্ষামূলক ছাতা খোলেন,
যাকে ব্যাঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে জমা বিমা বলা হয় ।

অবশেষে বিষয়গুলো স্বাভাবিকে ফিরে আসে ।

দেখো, ব্যাঙ্কগুলো নিরাপদ না হলে, জনসাধারণ সেখানে তাঁদের টাকাপয়সা রাখবেন না । আর সেরকম ঘটলে, ব্যাঙ্কগুলোরও জিনিস উৎপাদনে অন্যদের দেবার টাকা থাকতো না । এরকম ঘটলে, অর্থ-ব্যবস্থা কী করে চলবে, বৃদ্ধি একপাশে পড়ে থাকলে ? সুতরাং এই প্রেক্ষাপটের অন্তরালে আমাকে থাকতেই হবে এবং সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে ব্যাঙ্কগুলো ভালোভাবে কাজকর্ম চালায় ।

হ্যাঁ, আমরা বুঝতে পারছি । ব্যাঙ্কগুলো ভালোভাবে কাজকর্ম চালায় এরকম নিশ্চয়তা দিলে যাদের বেশী আছে তাঁদের থেকে টাকা নিতে এবং যাঁদের প্রয়োজন আছে তাঁদের দিতে তোমরা সাহায্য করো । যখন তাঁরা টাকা ফেরৎ দেন, তখন অন্য কেউ এটা নিতে পারেন আর এইভাবেই চলতে থাকে...

সংক্ষেপে, এটা একমাত্র তখনই ঘটতে পারে, যখন জনসাধারণ তাঁদের টাকার ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলোকে বিশ্বাস করে । সেটাই তো তোমাদের জন্যে আর্থিক স্থায়িত্ব ।

দারুণ ! তাহলে... এরপর কী ?